দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি অবিচার

শিক্ষা বিস্তারের জন্য সারা-দেশে নানা আয়োজন ও কর্মকাণ্ড শুরু হইলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ড্রাইভার, করণিক ও মুদ্রাক্ষরিকগণের চাইতে কম বেতন পান। তাঁহাদের বেতন স্কেল একজন সুইপারের মাত্র দুই ধাপ উপরে। সরকারী কলেজ শিক্ষকদের চাইতে সরকারী হাই-স্কুল শিক্ষকদের বেতন স্কেল মাত্র এক ধাপ নীচে। পক্ষান্তরে সরকারী হাইস্কুল শিক্ষকদের চাইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল আট ধাপ নীচে অবস্থিত। উপরন্তু সরকারী হাই-স্কুলে প্রশিক্ষণের সহিত বেতন স্কেলের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীনের মধ্যে দুইটি স্কেল দূরত্ব সৃষ্টি করা হইয়া থাকে।

গত আগষ্ট মাসে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা চাওয়া হইয়াছিল স্নাতকোত্তর পাস অথবা শিক্ষকতায় তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। আশ্চার্যের বিষয় হইতেছে, এই শিক্ষাগত যোগ্যতার বিপরীতে বেতন উল্লেখ করা হয় ১১২৫ টাকা, যেখানে সরকারী অফিসগুলিতে নিম্নমান সহকারী টাইপিষ্ট পদের বেতন স্কেল ১২০০ টাকা। ইহা যে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি কত বড় বিদ্রূপ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১০৫০ টাকা। ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক পাস। সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়া ৫ বৎসর যাবৎ কর্মরত ঢাকা মহানগরীর কোন কোন সহকারী শিক্ষকের বেতন সর্বসাকুল্যে ১৯০০ টাকার বেশী নয়। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এলাকার বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রতি বছর শিশু জরিপ করিতে হয়। তদুপরি বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব পূর্বের চাইতে বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তাই সমমানের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর সহিত মিল রাখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করা আজ সময়ের দাবী।

—মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, শহীদ আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালবাগ, ঢাকা।